The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 17, No. 33-34, Published by the Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098, e-ISSN 2408-851X
DOI : http://dx.doi.org/10.70438/dujl/173334/0008

বাংলা সুভাষণ: ভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

নাদিয়া নন্দিতা ইসলাম*

Abstract: Euphemism is a linguistic technique that people consciously use instead of harsh, bad, vulgar, indecent, ominous or offensive words. The formation and use of euphemism is a common linguistic process. Euphemisms are used in every society influenced by various social, cultural, political or religious factors. These substitutions develop based on each society's prevailing customs. Drawing inspiration from the renowned linguist Muhammad Abdul Hai's article, 'Subhashan,' this piece delves into the concept of euphemism by exploring its etymology, history, reasons for creation, characteristics, classifications and linguistic analyses of sound and word-form, semantic and sociolinguistic perspectives, contextual understanding, non-verbal concepts and the prevalence of euphemisms in the mass media.

Keywords: Md. Abdul Hai, Bangla Language, Linguistic Analysis Negative Words, Euphemism, Social Context

১. ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। তাই মনের ভাব প্রকাশে একে অপরের সাথে সংজ্ঞাপনে সমাজের ভাষিক রীতিনিতি, অলিখিত নিয়মকানুন, নিষেধ মেনে চলে। সমাজে গ্রহণযোগ্যতার প্রয়োজনে মানুষ তার ভাষা ব্যবহারে সচেতন হয়ে দৃষ্টিকটু, খারাপ শব্দের পরিবর্তে শ্রুতিমধুর, ভাল শব্দের ব্যবহার করে যা সুভাষণ (euphemism) হিসেবে চিহ্নিত এবং পরিচিত। প্রতিটি ভাষাতেই সমাজে প্রভাবিত আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণার প্রভাবে সুভাষণ তৈরি হয়। সুভাষণের ব্যবহার লিঙ্গ, বয়স, সামাজিক মর্যাদা এবং পেশা প্রভৃতির সাথে পরিবর্তিত হয়। সামাজিক প্রথা, ঐতিহ্যগত নৈতিকতা, ধর্ম, সামাজিক মূল্যবোধ এবং রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়গুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভাষার বিভিন্ন ভাষিক-অভাষিক উপাদানের সমন্বয়ে সমাজের মানুষ সুভাষণ তৈরি করে (Chi & Hao, 2013)। মুহাম্মদ আব্দুল হাইয়ের মতে, একটি সমাজে মানুষ একে অপরের সাথে সংজ্ঞাপনে কীরূপ সুভাষণ ব্যবহার করে তা থেকে একটা সমাজের জাতীয় চরিত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। আলোচ্য নিবন্ধে সুভাষণের ধারণা, ব্যুৎপত্তি,

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস, সৃষ্টির কারণ, বৈশিষ্ট্য, প্রকারভেদ, ভাষিক বিশ্লেষণ যথা: ধ্বনি, শব্দরূপ, অর্থগত উপস্থাপন, সমাজ-ভাষাবৈজ্ঞানিক, প্রতিবেশগত, অবাচনিক ধারণা, গণমাধ্যমে ব্যবহার প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে।

২.১ গবেষণার উদ্দেশ্য ও গবেষণা পদ্ধতি

ভাষায় সুভাষণের ব্যবহার এবং এর প্রয়োগার্থের পর্যালোচনা একটি চমকপ্রদ ভাষিক ধারণা। সুভাষণ ধারণাটি নিয়ে ইংরেজি ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষায় আলোচনামূলক গবেষণা পত্রের উপস্থাপনা অপ্রতুল। তাই আলোচ্য গবেষণা নিবন্ধটি বাংলা ভাষায় সুভাষণ নিয়ে ভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি প্রাথমিক পরিচয় প্রকাশের প্রয়াস। গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে গুণগত পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী মুহাম্মদ আবদুল হাই রচিত 'সুভাষণ' প্রবন্ধটি এবং দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে পূর্ববর্তী বিভিন্ন বিদেশি ভাষার গবেষণা গ্রন্থ এবং পত্রিকা থেকে তথ্য নিয়ে প্রবন্ধটি রচনা করা হয়েছে।

৩. সুভাষণ

৩.১ সুভাষণ কী

সুভাষণ হলো এমন একটি অভিব্যক্তি যা নেতিবাচক ধারণাকে সমাজে ইতিবাচক এবং গ্রহণযোগ্য শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে। অর্থাৎ দৃষ্টিকটু, অনুপযুক্ত, অশোভন বা আপত্তিকর শব্দের পরিবর্তে শোভন বা গ্রহণযোগ্য শব্দের প্রকাশ হলো সুভাষণ (Chi & Hao, 2013)। সুভাষণ এমন একটি উপস্থাপনা যা ভাষায় ব্যবহৃত আপত্তিকর শব্দ বা বাক্যাংশ এড়াতে বা সংজ্ঞাপনে বক্তা-শ্রোতার বিনম্রতা এবং শিষ্টাচার মেনে ভাষা প্রকাশের একটি ধারণা। ভাষাবিজ্ঞানী পবিত্র সরকারের মতে, অকল্যাণসূচক অথবা নিন্দিত বা কুৎসিত অর্থকে কল্যাণসূচকরূপে বা ভদ্রভাবে প্রকাশ করবার জন্যে সুভাষণ অলঙ্কারের আশ্রয় নেয়া হয় (রাকিব, ২০১৭)। 'আপাত অভদ্র জিনিসগুলোর ভদ্র প্রকাশের সাধারণ নাম দেওয়া যায় 'ভদ্রভাষা'। ভাষাতত্ত্ব মতে এগুলোর পারিভাষিক নাম 'সুভাষণ' (euphemism)' (হাই, ১৯৯৪; পৃ: ৩০০)। শ্রোতাকে সোজাসুজি কোনো আঘাত থেকে বাঁচিয়ে তীর্যক ভাবে আঘাত দিতে চাইলে ভাষা তার উপায় করে দেয়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, 'সোজাসুজি ভাবে বললে যা হয়তো বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটায়, তাই প্রশংসার আশ্রয় নিয়ে ভদ্রভাবে বলা যায় (হাই, ১৯৯৪; পৃ: ২৯৯)'। ভাষাবিজ্ঞানী বারিজের (Burridge, 2012; p: 66) মতে সুভাষণ হলো, "sweet-sounding, or at least inoffensive, alternatives for expressions that speakers or writers prefer not to use in executing a particular communicative intention on a given occasion"। অর্থাৎ সুভাষণ হলো, যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত এক ধরনের কার্যকরী ভাষা, যার লক্ষ্য যুক্তিসঙ্গত

যোগাযোগমূলক প্রভাব তৈরি করা। সুভাষণ রূপক ভাষার একটি রূপ। সুভাষণ কঠোর, অসভ্য, নিষিদ্ধ বা অপ্রীতিকর অভিব্যক্তিগুলো আরও সূক্ষ্ম, গ্রহণযোগ্য শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন করে (Azadkhanovna & Nazirjon, 2022)। সমাজভাষাবিজ্ঞানী ওয়ার্ডহ (Wardhaugh, 2006; p: 239) মনে করেন, "the prohibition or avoidance in any society of behavior believed to be harmful to its members in that it would cause them anxiety, embarrassment, or shame" (Oudah. & Khabirova, 2020)। অর্থাৎ সুভাষণ এমন একটি ভাষিক শৈলী যা মানুষ সচেতন ভাবে খারাপ, অশ্লীল, অশালীন, অশুভ, শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সুভাষণের সৃষ্টি এবং ব্যবহার সাধারণ একটি ভাষিক প্রক্রিয়া। প্রতিটি সমাজে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সুভাষণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুভাষণ প্রতিটি সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়।

৩.১.১ ব্যুৎপত্তি ও ইতিহাস

ইউফেমিজম শব্দটি গ্রীক শব্দ euphemia (εὐφημία) থেকে উৎপন্ন যার অর্থ শুভ লক্ষণের শব্দ (words of good omen)। শব্দটি গ্রিক, বহু (εὖ) অর্থ ভাল, শুভ (good, well), এবং phḗmē (φήμη) অর্থ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বক্তৃতা, গুজব, কথা (prophetic speech, rumour, talk), euphémismōs অর্থ ভালো কথা বলা (speaking well) ইত্যাদি (McArthur, 1992)। ইউফেম হলো নারীবাচক গ্রিক স্পিরিট (female Greek spirit) যা প্রশংসা এবং ইতিবাচক শব্দ প্রভৃতি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন গ্রিসে ইউফেমিজম শব্দটি পবিত্র নীরবতা রক্ষা (to keep a holy silence) বা কোন কথা না বলেই ভাল কথা বলার (speaking well by not speaking at all) ধারণা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল (Liddell, Scott, Jones & McKenzie, 1883)। ইংরেজি শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে ‘সুভাষণ’।

সুভাষণের একটি প্রাচিন এবং পৌরাণিক শিকড় রয়েছে। ধারণা করা হয়, পূর্বে ধর্মীয় কারণে সুভাষণ ব্যবহৃত হতো যাতে সরাসরি স্রষ্টার নাম নেয়া বা ধর্মে যে বিষয়গুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেসব শব্দ বা অভিব্যক্তি সরাসরি সাধারণ মানুষ প্রকাশ না করা, বিশেষ করে খ্রিস্টান ধর্মে এ জাতীয় সুভাষণ পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, by jingo (by Jesus), Old Nick, Prince of Darkness, Old Gooseberry (Devil) ইত্যাদি (Ryabova, 2013; p: 37)।

৩.২ সুভাষণের বৈশিষ্ট্য

মুহাম্মদ আবদুল হাইয়ের মতে, সমাজে বিভিন্ন বাধা নিষেধ মেনেই প্রতিবেশ বুঝে মানুষ সংজ্ঞাপনে ভাষিক উপাদান উপস্থাপন করে থাকে। মানুষের বিবেক-বুদ্ধি, জ্ঞান, আচরণ তাকে পশুর থেকে আলদা করে রাখে। অর্থাৎ সে যা বলছে তা তার পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েই প্রকাশিত হচ্ছে।

ক) সুভাষণের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হতে পারে সমাজে বসবাসরত মানুষের একে অপরের সাথে ভাষিক বা অভাষিক সংজ্ঞাপনে পরোক্ষভাবে ভদ্রতা এবং শোভন গ্রহণযোগ্য আচরণ করার প্রয়াস। যাতে সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতার পাশাপাশি মুখ রক্ষা হয়। ইউলের মতে, "face means the public self-image of a person. It refers to the emotional and social sense of self that everyone has and expects everyone else to recognize" (Yule, 1996; p: 60)।

খ) নেতিবাচক শব্দের পরিবর্তে ইতিবাচক শব্দের ব্যবহার।

গ) সমাজে প্রচোলিত অমঙ্গলজনক ও অকল্যাণকর জাতীয় শব্দ মুখে উচ্চারণ না করে এর পরিবর্তে ইতিবাচক কথার সাহায্যে একই অর্থ প্রকাশক সুভাষণ ব্যবহৃত হয়।

ঘ) সুভাষণের মাধ্যমে বিনম্রতার (politeness) প্রকাশ ঘটে।

ঙ) সুভাষণ আপত্তিকর বা অপ্রীতিকর অভিব্যক্তি বলে মনে করা হয় এমন ভাষার পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়।

চ) স্মিডের (Schmidt, 2021) মতে, অনেক সময় মূল শব্দটি ব্যবহার অশোভনীয় বা অশ্লীল হলে এর পরিবর্তে সুভাষণ ব্যবহৃত হয়।

৩.৩ সুভাষণের প্রকারভেদ

সাধারণত সুভাষণ শব্দের বাগার্থিক উপাদান নির্ভর হয়ে থাকে। রাওসনের (Rawson, 1981) মতে, ধর্ম, রাজনীতি, মৃত্যু প্রভৃতি বিষয়ভুক্ত শব্দ এবং অভিব্যক্তির প্রতিস্থাপন করে সুভাষণ ব্যবহার করা হয়, যথা to kick the bucket বলা হয়েছে to die এর পরিবর্তে, The Lord এর বদলে God শব্দ; এবং Genocide পরিবর্তে Ethnic Cleansing ব্যবহৃত হয়েছে সুভাষণ হিসেবে (Oudah. & Khabirova, 2020)। কথ্য এবং লিখিত ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র ভেদে সুভাষণ ভাষিক ধারণাটির প্রকারভেদ নিচে উপস্থাপন করা হলো (Azadkhanovna & Nazirjon, 2022)ঃ

সুভাষণের প্রকার	ধারণা	বাংলায় উদাহরণ
বিমূর্ততা (Abstraction)	অপ্রীতিকর বাস্তবতাকে অস্পষ্ট করে ইতিবাচক শব্দ প্রয়োগে প্রকাশ করা	স্বর্গে গেছেন, বেহেশতে যাবেন মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে সুভাষণ।
ঘুরিয়ে বলা (Indirection)	একটি নির্দিষ্ট ক্রিয়াকে অন্য ক্রিয়া দ্বারা পরোক্ষ ভাবে প্রকাশ করা।	'স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকা' সুভাষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় বিবাহ বহির্ভূত শারীরিক সম্পর্ক বোঝাতে।
লিটোটস (Litotes)	দুটি নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার করে।	'সে দেখতে খারাপ না' 'সে দেখতে খারপ' এর সুভাষণ।
ভুল উচ্চারণ (Mispronunciation)	শব্দের ভুল উচ্চারণে সুভাষণ প্রকাশক।	হেব্বি, ধ্যাত প্রভৃতি শব্দ।
পরিমার্জন (Modification)	সরাসরি না বলে নেতিবাচক শব্দকে কম আক্রমণাত্মক করে পরিবেশন।	'সে মূর্খ' এর পরিবর্তে 'মাঝে মাঝে সে বোকামি করে ফেলে' বলা।
পারসনিফিকেশন (Personification)	অপ্রাণী বা বস্তুবাচক কোন বিষয়কে প্রাণীবাচক ধারণায় প্রকাশ।	পূর্বে কোন এলাকায় বসন্ত রোগের সঙ্ক্রমণ হলে সুভাষণ হিসেবে ওলাদেবীর আগমন শব্দদ্বয়ের ব্যবহার হতো।
স্ল্যাং বা অপভাষা (Slang)	শব্দভাণ্ডার সাধারণত নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত হয় যা সুভাষণ হিসেবে বিবেচিত হবে।	'মামা', 'শালা' শব্দের ব্যবহার।

৩.৪ সুভাষণ ব্যবহারের কারণ

সাধারণত প্রতিটি সমাজের মানুষ তাদের ব্যবহৃত ভাষায় পরিস্থিতি ও প্রতিবেশ প্রভাবিত ভাষিক অলিখিত নিয়ম বা অনুশাসন মেনে চলেন। এর মধ্যে ট্যাবু, নেতিবাচক, স্পর্শকাতর, বিব্রতকর এবং অস্বস্তিকর অর্থবোধক ভাষিক উপাদান নির্ভর ভাষা ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। মুহাম্মদ আবদুল হাইয়ের মতে, 'সামাজিক এ বাধানিষেধগুলোর কথা ভদ্র সমাজে উল্লেখ করলেই ভদ্র ভাবে তাদের নামকরণ করতে হয় (হাই, ১৯৫৯; পৃ: ৩০০)'। সুভাষণের মাধ্যমে নেতিবাচক ও স্পর্শকাতর বিষয়গুলো জনসমক্ষে ব্যক্তির প্রকাশ করা সহজ হয়। অনেক সময়ে সুভাষণের ব্যবহার সংজ্ঞাপনের ভাষিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং বক্তা শ্রোতার ভাষিক আদান-প্রদান সাবলীল হয়। অনেক সময় দৃষ্টিকটু বিষয়কেও সুভাষণের মাধ্যমে সহজে উপস্থাপন করা যায়। পরিস্থিতির প্রসঙ্গ এবং অভিপ্রায় অনুসারে সুভাষণের ব্যবহার করার কারণ পরিবর্তিত হয় (Chi & Hao, 2013)। সংজ্ঞাপনে সুভাষণ ব্যবহারের নিম্নোলিখিত কয়েকটি কারণ দেখতে পাওয়া যায় (Azadkhanovna & Nazirjon, 2022):

ক) নেতিবাচক বা বিব্রতকর বলে মনে করা কিছু বিষয় সরাসরি সম্বোধন না করে সুভাষণ ব্যবহার করে এড়িয়ে বলা হয়, যেমন- মৃত্যু, লিঙ্গ, মলত্যাগকারী শারীরিক ক্রিয়াকলাপ জাতীয় বিষয় প্রভৃতি। এ জাতীয় সুভাষণ নির্দোষ, সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্যে তৈরি করা হতে পারে বা ঘৃণ্য, কুৎসিত, ইচ্ছাকৃত বা প্রতারণা এবং বিভ্রান্ত করার জন্যেও সৃষ্টি হতে পারে।

খ) অনেক সময় বৃহৎ মাত্রার যুদ্ধাপরাধ, অন্যায় বা এ জাতীয় ঘটনার ভয়াবহতাকে বিশ্বের কাছে প্রশমিত বা কম দৃশ্যমান করার জন্য আবার কখনও কখনও রাজনৈতিক পদক্ষেপের বিরোধিতা কমাতে সুভাষণের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ২০২২ সালে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনে আক্রমণ সূচনা বক্তৃতায়, এ আক্রমণকে একটি 'বিশেষ সামরিক অভিযান' বলে অভিহিত করেছিলেন।

গ) নেতিবাচক শব্দকে ইতিবাচক শব্দে প্রকাশ করে সংজ্ঞাপনে স্পর্শকাতর, বিব্রতকর এবং অস্বস্তিকর বিষয়গুলোকে পরিহার করা হয় সুভাষণের মাধ্যমে। ইংরেজিতে 'making love', 'the birds and the bees' এবং 'going all the way' যৌন কর্মবিষয়ক ধারণা দিতে ব্যবহৃত হয়।

৪. সুভাষণের ভাষাবৈজ্ঞানিক গঠন ও বিশ্লেষণ

সময়ের সাথে সাথে সমাজে, অর্থের পরিবর্তনের পাশাপাশি সুভাষণ অন্তর্গত ধ্বনি বা শব্দের ব্যবহারেও বিচিত্র উপস্থাপনার প্রয়াস তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ- (Burridge, Kate, 2012),

৪.১ ধ্বনিগত উপাদান

ক) ধ্বনিগত পরিবর্তন সাধন করে অর্থাৎ এক ধ্বনির পরিবর্তে অন্য ধ্বনির ব্যবহার, যেমনঃ oh my gosh (oh my God), frickin (fucking), darn (damn), oh shoot (oh shit) করে নতুন ভাবে শব্দের উপস্থাপনা ঘটিয়ে সুভাষণ তৈরি করতে দেখা যায়।

৪.২ শব্দরূপ বিশ্লেষণ

ক) শব্দদ্বয়ের প্রথম অক্ষর নিয়ে সংক্ষিপ্ত শব্দ ব্যবহার করা, যেমনঃ SOB (son of a bitch), F-word (fuck)।

খ) শব্দকে সংক্ষিপ্ত করা হয়, যেমনঃ what the- (what the hell)।

গ) কখনো কখনো সরাসরি শব্দের ব্যবহার না করে একটি অর্থ প্রকাশক কাছাকাছি শব্দের ব্যবহার সুভাষণ হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়, যেমনঃ fucked up এর জন্যে screwed up এবং laid শব্দের পরিবর্তে hook-up সুভাষণ ব্যবহৃত হয়। বাংলায় বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ককে অবাধ মেলামেশা বলা হয়ে থাকে।

ঘ) অনেক সময় একটি নেতিবাচক অর্থজ্ঞাপক শব্দ ইতিবাচক ভাবে উপস্থাপন করতে অন্য একটি শব্দ প্রতিস্থাপন করে সুভাষণ তৈরি করা হয়, যেমনঃ love child (bastard), let go (fired)।

ঙ) অনেক সময় উপসর্গ ব্যবহার করে সুভাষণ তৈরি করা হয়। যথাঃ pre-owned, (পুরানো ব্যবহৃত জিনিষ), pre-loved (কারো ব্যবহৃত পুরানো জিনিষ)। বাংলায় অপমান করার বদলে বেইজ্জুত করা শব্দের ব্যবহার দেখা যায় (Burridge, Kate, 2012)।

বর্তমানে বাঙালি সমাজে প্রচলিত বিশেষ্য শব্দের কিছু সুভাষণের উদাহরণ দেয়া হলোঃ

অশোভনীয় শব্দ (বিশেষ্যবাচক)	সুভাষণ
কামলা	শ্রমিক
গার্মেন্সের লেবার	পোশাকশ্রমিক
গৃহিণী	হোমমেকার
কাজের মেয়ে, বুয়া	গৃহপরিচারিকা
কৃষ্ণাঙ্গ	বর্ণময় মানুষ
সাম্রাজ্যবাদ	বিশ্বায়ন
পতিতা	যৌনকর্মী
গরিব	অল্প আয়ের লোক
অনুন্নত দেশ	উন্নয়নশীল দেশ
বুড়া, বৃদ্ধ, বয়স্ক ব্যক্তি	প্রবীণ

৪.৩ বাগর্থবৈজ্ঞানিক (semantics) ভাষিক উপাদান

সাধারণত উক্তি প্রকাশে সঠিক অর্থযুক্ত উপযুক্ত শব্দকেই সংজ্ঞানের ক্ষেত্রে উপস্থাপন করা হয়। সুভাষণ হলো তেমন একটি অর্থপূর্ণ প্রকাশ। অর্থাৎ বাগর্থবিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায় যে, সুভাষণ হলো গ্রহণযোগ্য অর্থ প্রভাবিত শব্দের উপস্থাপন (Murphy & Koskela, 2010)।

ক) রূপকের (Metaphor) ব্যবহার

রূপক হলো এমন একটি ভাষিক উপস্থাপনা যা বিষয় বা অভিব্যক্তি বা শব্দের অর্থের সাদৃশ্য অর্থাৎ একই অর্থ তবে ভাষিক উপস্থাপনা ভিন্ন। রূপক প্রয়োগ করে সুভাষণ তৈরি খুবই স্বাভাবিক ভাষিক উপস্থাপন (Lakoff & Johnson 1980)। নেতিবাচক ধারণাকে ইতিবাচক শব্দের আড়ালে প্রকাশ করা হয় রূপকের মাধ্যমে, যেমনঃ মাকাল ফল, তাল পাতার সেপাই, ইঁচড়ে পাকা, আমরা কাঠের ঢেঁকি, দুমুখো সাপ প্রভৃতি।

খ) শব্দের ইঙ্গিতের (hint/concept) ভিত্তিতে ধারণা

অনেক সময় কোন একটি ধারণা সম্পূর্ণ প্রকাশ না করেও শুধুমাত্র ইঙ্গিত বা ধারণা (hint/concept) থেকেও বিষয়টি সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, আব্দুল হাইয়ের 'gentlemen এবং ladies (হাই, ১৯৫৯; পৃ ৩০১)' ধারণাটি আপত দৃষ্টিতে পুরুষ এবং নারীকে চিহ্নিত করছে তবে এটির প্রতিবেশ অনুযায়ী প্রাকৃতিক কর্ম সাধনের জন্যে পুরুষ ও নারীর জন্যে আলাদা ব্যাবহারযোগ্য স্থান বোঝায়। যাতে শব্দ উপস্থাপনের ইঙ্গিতে সহজেই সাধারণের বোধগম্য হয়।

গ) বাচন প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত ধ্বনিমূলীয় বৈশিষ্ট্যে (supra segmental features) সুভাষণের উপস্থিতি

অনেক সময় সরাসরি নেতিবাচক কথা না বলেও ইতিবাচক শব্দের ভাষিক উপস্থাপন করেও কেবল বলবার ভঙ্গীর দ্বারা ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করা যায়। মুহাম্মদ আবদুল হাইয়ের তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, 'স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসার না প্রছন্ন নিন্দার তা অবশ্য নির্ভর করবে বক্তার কণ্ঠস্বরে বা intonation এর ভঙ্গিতে। একই কথা কণ্ঠস্বরের ব্যতিক্রমে কি ভাবে 'মারাত্মক'- কিংবা সুভাষণের পর্যায়ে পৌছে, বলার ভঙ্গীই তা নির্ধারণ করে দেয়!' (হাই, ১৯৫৯; পৃ:৩০১)। এ বিষয়ে উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মাত্রা জ্ঞানহীন আত্মপ্রশংসাকারী লেখকের লেখা বিষয়ে নিয়ে সমালোচক যদি, 'সত্যি অপূর্ব, সাহিত্যে এমন আর হয়নি, হতে পারেনা, একেবারে Unique (হাই, ১৯৫৯; পৃ: ৩০১)' জাতীয় শব্দের উপস্থাপন করেন তবে বক্তার স্বরভঙ্গিতে স্পষ্টই বোঝা যাবে তা নেতিবাচক অর্থেই প্রকাশ করা হচ্ছে।

৪.৪ প্রয়োগবৈজ্ঞানিক (pragmatic) ভাষিক উপাদান বিশ্লেষণ

৪.৪.১ বিনম্রতা

দৈনন্দিন জীবনের স্পর্শকাতর বিষয়গুলো শোভন অর্থাৎ নম্র, ভদ্রভাবে প্রকাশের জন্যে বিনম্রতা (politeness) প্রভাবিত হয়ে সুভাষণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ সমাজে একে অপরের সাথে সংজ্ঞাপনে ভাষিক এবং অবাচনিক ভাষিক ব্যবহারে সচেতন ভাবেই দৃষ্টিকটু, অশোভন, অশ্লীল, স্পর্শকাতর ভাষিক উপাদানকে প্রতিস্থাপন করে গ্রহণযোগ্য এবং বিনম্র ধারণাকেই প্রাধান্য দেয় (Leech, 2014)। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, অপরিচিত ব্যক্তিকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে সাধারণত ‘আপনি’ সর্বনামটি ব্যবহৃত হয়। সমাজে নারীর বয়স জানতে চাওয়া বা একজন ব্যক্তি কত টাকা আয় করছেন জানতে চাওয়া অভদ্রতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

৪.৪.২ কথন কৃতি প্রভাবিত সুভাষণ

সমাজে একে অপরের সাথে ভাষা ব্যবহারে ভাষিক আচরণের চিত্রে একটি সমাজের বিধি-নিষেধ, আচার, বিনম্রতা প্রভৃতি ভাষিক আচরণের পরিচায় ফুটে ওঠে (Brown & Levinson, 1987)। আমাদের সমাজে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রধান কর্তা ব্যক্তিদের ভাষিক প্রতিক্রিয়া দ্বারা আমরা কম বেশি প্রভাবিত হয়ে থাকি। কোন ব্যক্তির সাথে, কোন পরিবেশে, কোন ভাষিক আচরণ করা দৃষ্টিকটু তা পরিহার করে কোন ধরনের গ্রহণযোগ্য ভাষিক আচরণ করা স্বাভাবিক তা অবচেতন মনেই মানুষ শিখে যায়। বক্তার বক্তব্য প্রকাশের ফলে শ্রোতা যদি তা শুনে প্রভাবিত হয়ে সংজ্ঞাপন ক্রিয়ায় লিপ্ত হন তবে তা থেকে কথন কৃতি (speech) সংঘগঠিত হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায় (Austin, 1968)। এক্ষেত্রে বক্তার সামাজিক অবস্থান অতন্ত্য গুরুত্ব বহন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সাধারণত আমাদের সমাজে বয়সে ছোট ব্যক্তি বয়সে বড় কাউকে আদেশ, নিষেধ, নির্দেশ, হুকুম দান করেন না করলে তা অশোভনীয় বলে বিবেচ্য হবে। তবে সামাজিক মর্যাদাভেদে বয়সে ছোট ব্যক্তিও বড় ব্যক্তির সাথে এ জাতীয় আচরণ করে থাকেন (ইসলাম, ২০২০)।

৪.৫ সুভাষণে সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক (socio-lingual) প্রভাব

‘সাধারণ মানুষ যেগুলোকে অনাচরণীয় আচরণ ব’লে মনে করে সেগুলো যখন তাদের আপন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়, তখন নিতান্ত নিরাবরণ ও নিরাভরণ রূপেই প্রকাশ পেতে থাকে। তেমন অবস্থায় যে কোনো জঘন্য নামেই তাঁদের নামকরণ করা হোক না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না... সামাজিক এ বাধা নিষেধগুলোর কথা ভদ্র সমাজে উল্লেখ করলেই ভদ্রভাবে তাদের নামকরণ করতে হয়’ (হাই, ১৯৫৯; পৃ: ৩০০)।

৪.৫.১ সুভাষণে স্ল্যাং বা অপভাষা এবং গালির ভাষিক ধারণা

ক) ট্যাবু

আবদুল হাইয়ের মতে, ‘সামাজিক বাধা নিষেধ (taboo) রুচি ও স্থান কাল পাত্র ভেদে প্রত্যেক সমাজেই আছে। সমাজ ও ভাষাভেদে এ বাধা নিষেধগুলোর এক একটা ব্যবহারিক নাম আছে’ (হাই, ১৯৫৯; পৃঃ ২৯৯)। যা ট্যাবু নামে পরিচিত। অনেক সময় প্রচলিত কোন সুভাষণ কালের পরিক্রমায় নিষিদ্ধ শব্দ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে যা চিহ্নিত হয় ট্যাবু হিসেবে, যেমনঃ নিগ্রো (Negro) শব্দটি এক সময় সুভাষণ হিসেবে পরিচিত থাকেলও এখন এটি নিষিদ্ধ শব্দের রূপ লাভ করেছে। এ শব্দটির সুভাষণ হিসেবে কাল পরাম্পরায় স্থান পেয়েছে যথাক্রমে, colored people, black, African-American, এবং ২০১০ সালে ethnic minorities শব্দ সুভাষণ হিসেবে পরিচিতি পায়। সুভাষণগত ভাষা ব্যবহারের এই পরিক্রমা সুভাষণ চক্র (euphemism cycle) এবং পরবর্তিতে সুভাষণ ট্রেডমিল (euphemism treadmill) হিসেবে পরিচিতি পায়। আঠারো শতকে টয়লেট (toilet) শব্দটি সুভাষণ হিসেবে বাসার অফিস (house-of-office) এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হতো যা পূর্বে সুভাষণ হিসেবে প্রাইভি হাউস এবং বগ হাউস (privy-house and bog-house) শব্দ ব্যবহৃত হতো। পরবর্তিতে বাথরুম (bathroom), ওয়াশরুম (washroom), রেস্টরুম (restroom), পাউডার রুম (powder room) সুভাষণ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে (Taylor, 1974)। আবার মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষকে আগে morons বা imbeciles জাতীয় অপমানজনক নামে পরিচয় দেয়া হতো যা পরবর্তিতে mentally retarded সুভাষণে পরিচিতি লাভ করে। এসকল রোগীদের মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজে গ্রহণযোগ্যতার সুযোগ দানের প্রতি প্রভাবিত করতে বিভিন্ন ইতিবাচক শব্দ যথাক্রমে, special needs, mental retardation, intellectual disability (Toker, 2015) প্রভৃতি ব্যবহার দেখা যায়। এছাড়াও মাগিপাড়া, বেশ্যাপাড়া পরবর্তীতে পতিতালয়, দেহব্যবসা, পতিতাবৃত্তি আবার মাগি, বেশ্যা, পতিতা, দেহপসারিণী প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ কালক্রমে ট্যাবু ব্যবহৃত সুভাষণের রূপ পরিবর্তিত হয়ে যায়। তবে ধর্ম সংক্রান্ত ট্যাবুগুলো বেশি স্পর্শকাতর হওয়ায় তার পরিবর্তনও কম হয়ে থাকে (Schmidt, 2021)।

খ) স্ল্যাং

স্ল্যাং (slang) অপভাষা বা অমার্জিত ভাষা হিসেবে পরিচিত। স্ল্যাং হলো সমাজে প্রচলিত এমন কিছু নেতিবাচক শব্দের উপস্থাপনা যা ব্যক্তিগত কথপকথনে দেখা যায়। সাধারণত ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা কম স্ল্যাং ব্যবহার করে থাকে। শালাবাবু, বড় কুটুম, ন্যাকা খোমা, ক্যাবলা, আঁতেল, বাল, ঘণ্টা করবে, চুলকানি, বাঁশ, কাঁচকলা খাও, আঙুল চোষা প্রভৃতি শব্দ বাংলায় প্রচলিত আছে।

গ) গালি

গালি বা কটু কথা (scold) সব ভাষারই খুব স্বাভাবিক একটি সামাজিক ভাষিক প্রকাশ। সাধারণত দেখা যায় ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় বেশি গালি ব্যবহার করে থাকে। পাশাপাশি প্রকাশ্যে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় রাগ, আক্রোশ, ক্ষোভ কম প্রকাশ করে থাকে (McEnery, 2006)। কারণ অনেক সমাজেই মেয়েদের কোমল রূপকে শোভন বলে এবং প্রতিবাদ বা মনের ভাব সরাসরি প্রকাশ করাকে উগ্রতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সাধারণত বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সম্পর্কের সম্বোধন যথা: শালা, শালি, শালার পুত, মাগি, নটি, খানকি, ভাতার, বান্দি, হারামজাদা, হারামজাদি, পাগল, চোর, ডাকাত প্রভৃতি, পশুর নাম, যথা কুত্তা, গাধা, খাশি, ছাগল, রাম ছাগল, কুত্তার বাচ্চা, শুয়োর, শুয়োরের বাচ্চা, পাঁঠা, ইতর, ইতরামো, নষ্টা, নষ্টামো, হারমি প্রভৃতি শব্দ স্ল্যাং হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

৪.৫.২ সন্তোষ শর্ত প্রভাবিত সুভাষণ

বক্তা এবং শ্রোতার ভাষিক উপস্থাপনগত সম্পর্কের ওপর সামাজিক অবস্থান প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। বক্তার বক্তব্য শ্রোতার কাছে গ্রহণযোগ্য বা মেনে নেয়ার পিছনেও এ ধারণা কাজ করে থাকে, যা অস্টিন (Austin, 1962) 'সন্তোষ শর্ত' (felicity condition) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আমাদের দেশে বক্তা বা শ্রোতার সামাজিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাষিক প্রেক্ষাপট হিসেবে বিবেচিত হয়। উক্তি প্রকাশে বক্তার সামাজিক অবস্থান শ্রোতাকে কাজ সংগঠনে প্রভাবিত করে থাকে। অর্থাৎ একে অপরের সাথে ভাষিক সংগঠন প্রক্রিয়াতে বক্তার বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা শ্রোতার প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে (ইসলাম ২০২১)। ইউলের মতে (Yule, 1996), ভাষিক আদান প্রদান-সফল হবে যখন বক্তা-শ্রোতার অর্থপূর্ণ ভাষিক সংগঠন সম্পূর্ণ হবে। সংজ্ঞাপনে সন্তোষ শর্তের ধারণা ব্যক্তি তাঁর পারিপার্শ্বিক সামাজিক পরিবেশ থেকে গ্রহণ করে। ভাষা ব্যবহারের ধারণা সমাজ ও সংস্কৃতি প্রভাবিত উপাদানের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে ফলে অশোভন, অশ্লীল, নেতিবাচক শব্দের পরিবর্তে শোভন, শ্রুতিমধুর এবং গ্রহণযোগ্য শব্দের উপস্থাপনায় সুভাষণের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলা ভাষার প্রেক্ষাপটে, বড়দের এবং অপরিচিত ব্যক্তিকে তুমি বা তুই সম্বোধন না করে আপনি সম্বোধন করা। সম্ভাষণের ক্ষেত্রে সম্মানার্থে পূর্বে সালাম বা নমস্কার করার রেওয়াজও সুভাষণ হিসেবে গণ্য হতে পারে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সাথে কথা বলবার সময় প্রশ্নের প্রতিউত্তরে সাধারণত হ্যাঁ বা না এর পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় জি বা জি না, আজ্ঞে হ্যাঁ বা আজ্ঞে না শব্দদ্বয়। সমাজে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির সাথে সংজ্ঞাপন ক্রিয়া সংঘটনেও অনুরূপ আচরণ করা হয়ে থাকে। পদমর্যাদায় বা সাধারণত বয়সে বড় হলে কথা বলার সময় নমনীয়ভাবে কথা বলাই আমাদের সামাজিক প্রতিবেশের শোভনীয় স্বাভাবিক আচরণ হিসেবে ধরা হয়, যেমন

শিক্ষক, অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে। আত্মীয়ের সম্পর্ক না থাকলেও অপরিচিত বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে আপা-ভাই, চাচা-খালা, দাদা-দিদি প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে সম্বোধন করা হয় (ইসলাম, ২০২০)।

৪.৫.৩ প্রতিবেশ প্রভাবিত সুভাষণ

বিভিন্ন সমাজে প্রতিবেশ (context) প্রভাবিত সুভাষণ বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়,

ক) সম্বোধনের ক্ষেত্রে

i. আমাদের দেশে অনেক স্থানে বিশেষ করে গ্রামে স্বামী, ভাশুর, শ্বশুরের নাম ধরে সম্বোধন করেন না, কারো স্বামীর নাম যদি হয় চান মিয়া তবে তিনি আকাশের চাঁদকেও চান বলে সম্বোধন না করে এর পরিবর্তে অন্য শব্দের ব্যবহার করেন।

ii. আমাদের সমাজে বয়সে বড়দের নাম ধরে সম্বোধন করাও অশোভন হিসেবে বিবেচিত হয়।

খ) কুসংস্কার প্রভাবিত সুভাষণ

i. সুভাষণ হিসেবে, বিদায়কালে যাই শব্দের পরিবর্তে আসি বলা হয়, কেউ বাইরে যাবার সময় পেছন থেকে তাকে না ডাকা বা প্রভৃতি।

ii. ঘরে খাদ্য শেষ হলে ব্যবহৃত হয় বাড়ন্ত শব্দটি।

গ) মৃত্যু সংক্রান্ত প্রতিবেশ

i. অসুস্থ ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে এর পরিবর্তে সুভাষণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় যদি ভালো মন্দ কিছু একটা হয়ে যায় বাক্যটি।

ii. কেউ মারা গেলে মৃত্যুবরণ, ইন্তিকাল, বা পরলোকগমন করা, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা প্রভৃতি শব্দগুলো সুভাষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ঘ) শারীরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত প্রতিবেশ

i. সেক্স শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় সুভাষণ অবাধ মেলামেশা, সঙ্গম, রতিক্রিয়া।

ii. নিয়ন্ত্রিত শারীরিক সম্পর্কে উৎসাহী করতে সরকার অনুদিত পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা এ বিষয়ে বিভিন্ন সুভাষণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ কারণে দেশের মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা প্রতিরোধে সামাজিকভাবে সচেতনতা তৈরিতে বিভিন্ন স্লোগান ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যথা: পরিবার পরিকল্পনা করুন। দুটির বেশি সন্তান নয়, একটি হলে ভালো হয়।

ঙ) সামাজিক প্রতিবেশ

i. আবার আমাদের সমাজে যিনি চাকরি খুজচ্ছেন কিন্তু পাচ্ছেন না তা তাকে বেকার বলে সম্বোধন করা অশোভন।

চ) শারীরিক আকৃতিগত শব্দের সুভাষণ

i. কারো শরীর বৃহদাকার হলে তাকে মোটা না বলে সুভাষণ হিসেবে স্থূলাকার, ভালো স্বাস্থ্য শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

ii. খর্বাকায় শব্দটি বাট্টু, বাট্টি শব্দের সমার্থক শব্দের পরিবর্তে খাটো শব্দের ব্যবহার।

iii. গায়ের রঙ কালো, নাক বোঁচা প্রভৃতি শারীরিক বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত জাতীয় শব্দের ব্যবহার করা অশোভন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

iv. চুল কম থাকলে টাক্কু, টাক, টাকলা শব্দের ব্যবহার করা অশোভন হিসেবে বিবেচ্য।

v. ঠোঁট কাটা, চোখে যিনি দেখেন বা দেখেন না তা অন্ধ, কানা, যিনি কথা বলতে পারেন না তাকে বোবা বা যার কথা বলতে সমস্যা তাকে তোতলা, পায়ে সমস্যা থাকলে ল্যাংড়া বলা অশোভন এসব শব্দের পরিবর্তে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী প্রভৃতি সুভাষণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

চ) প্রাকৃতিক ক্রিয়া সম্পর্কিত শব্দ চয়ন

ভাষাবিজ্ঞানী মুহাম্মদ আবদুল হাই তার রচনায় মলমুত্র ত্যাগ সংক্রান্ত সুভাষণের উদাহরণ দিয়েছেন, 'প্রাতঃক্রিয়াদি করা, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া, বাইরে যাওয়া, বাইরে থেকে আসা, ছোট, বড়, ছোট হাজারী, বড় হাজারী দেওয়া (হাই, ১৯৫৯; পৃঃ ৩০১) প্রভৃতি। বর্তমানে ইংরেজি ভাষা প্রভাবিত ওয়াশরুম, পাউডার রুম প্রভৃতি বাংলাভাষী মানুষকে ব্যবহার করতে দেখা যায়।

ছ) পোশাক-পরিচ্ছেদগত সুভাষণ

কোন পরিস্থিতিতে কী ধরনের পোশাক পরিচ্ছেদ গ্রহণযোগ্য তা সুভাষণের আওতাভুক্ত। আব্দুল হাইয়ের মতে, প্রতিটি সমাজে পোশাক পরিচ্ছেদেরও সমাজের স্থান, কাল, পাত্রভেদে একটি বেঁধে দেওয়া নিয়ম বা গ্রহণযোগ্যতার ধারণা রয়েছে। বিদেশে সমুদ্র স্নানের কাপড়, অফিসিয়াল বা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের পরিধেয় এবং বাড়িতে সাধারণভাবে যেই পোষাকের রীতি তা থেকে ভিন্ন। উদাহরণ হিসেবে মুহাম্মদ আবদুল হাই বলেছেন, 'এজলাসের হাকিম লুঙ্গি পড়ে, মালকোঁচা মেরে, মাথায় মাথল দিয়ে এজলাসে গিয়ে বসেছেন। এ অবস্থায় উকিল মুহুরী ও আসামী ফরিয়াদীরা তাদের আপন আপন কাজ করবে, না তার সং সাজা দেখে তার চার পাশ ঘিরে তাঁকে নিয়ে মউজ করবে' (হাই, ১৯৫৯; পৃঃ ২৯৯)।

ছ) আচরণগত সুভাষণ

আবদুল হাইয়ের মতে, 'সাধারণ মানুষ যেগুলোকে অনাচরণীয় ব'লে মনে করে সেগুলো যখন তাদের আপন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়, তখন নিতান্ত নিরাবরণ ও নিরাভরণ রুপেই প্রকাশ পেতে থাকে (হাই, ১৯৫৯; পৃঃ ২৯৯)। অর্থাৎ পরিবেশ, পরিস্থিতি ও সম্পর্কভেদে ভাষিক আচরণে সুভাষণের ব্যবহার নির্ভর করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের অনুপস্থিতে শিক্ষার্থীদের আচরণ এবং শিক্ষকের উপস্থিতিতে তাদের নিয়ন্ত্রিত আচরণ।

জ) নারীর সাথে সামাজিক ভাষিক আচরণ

একটি সমাজে মানুষের মানসিক চিন্তার গভীরতা বোঝা যায়, সেই সমাজে পুরুষদের নারীর সাথে আচরণ কেমন তা ভাষিক (বাচনিক ও অবাচনিক) হোক বা শারীরিক আচরণগত। আমাদের সমাজে ট্যাবু, স্ল্যাং ব্যবহারে বা কাউকে গালি দিতে স্ত্রীবাচক শব্দগুলোর বেশি ব্যবহার করতে দেখা যায়, যথাঃ খানকি, মাগি, বারোভাতারি ইত্যাদি। নারীকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, মেয়ে, মেয়েলোক, মেয়েছেলে, মাইয়ালোক স্ত্রীলোক। বর্তমানে এর পরিবর্তে মেয়েশিশু, কন্যাশিশু শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। মুহাম্মদ আবদুল হাই তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে ইংল্যান্ডে পুরুষেরা নারীকে বসবার জায়গা ছেড়ে দেয়া বা গাড়ির দরজা খুলে, আগে যেতে দেয়া প্রভৃতি বিনম্র আচরণ করে থাকেন। নারীর প্রতি এ জাতীয় ভদ্রতা প্রকাশ ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে খুবই সাধারণ একটি আচরণ (হাই, ১৯৫৯)। আমাদের সমাজে এ জাতীয় আচরণ যথেষ্ট পুরুষালি নয় বলে বিবেচিত। যদিও বর্তমানে দেশে নারীর প্রতি আচরণে অনেক বেশি সহনশীল।

৪.৫.৪ সুভাষণে অবাচনিক ভাষিক উপাদানের ব্যবহার

সচেতন এবং অবচেতন মনে সংজ্ঞাপনের সময় বাচনিক ভাষিক উপাদানের পাশাপাশি অবাচনিক ভাষিক উপাদানের (non-verbal element) ব্যবহার করে একে অপরের সাথে ভাষিক যোগাযোগ আরও সহজতর এবং বোধগম্যযোগ্য হয়ে ওঠে (Knapp & Hall, 2010)। অবাচনিক ভাষিক আচরণে সমাজের রীতিনীতি মেনে ভাষা ব্যবহারে বা প্রয়োগে শব্দোচ্চারণ না করেও শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সুভাষণের ধারণা প্রয়োগ করে অর্থপূর্ণ সংজ্ঞাপন স্থাপন করা সম্ভব (ইসলাম, ২০২০)। বাঙালি সমাজে প্রচোলিত অবাচনিক উপাদান প্রভাবিত সুভাষণের উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বড়দের দেখলে বসে থাকার পরিবর্তে উঠে দাড়ানো, পায়ের উপর পা তুলে না বসে দুই পা নামিয়ে বসা, হাতের ইশারায় না ডেকে কাছে গিয়ে ডাকা, বড়দের চোখে চোখ রেখে কথা না বলে চোখ নামিয়ে কথা বলা (সম্মানার্থে), বড়দের সামনে পায়ের উপর পা তুলে বসা, বড়দের সামনে জুতা পায়ে শব্দ করে হাঁটা বা খাদ্য গ্রহণের সময় শব্দ করে

খাওয়াকে বেয়াদবি ও অশোভন হিসেবে গণ্য করা হয়। বড়দের গায়ে পা লেগে গেলে তাঁকে সালাম করার রীতি সুভাষণ হিসেবে প্রচলিত রয়েছে। অনেক সময় জড় বস্তুতে (গ্রন্থ, খাবার জিনিষ ইত্যাদি) পা লাগলেও সালাম করার রীতি লক্ষণীয়। হাতের আঙুল দিয়ে কাউকে দেখানো, খাবার সময় ডান হাত দিয়ে খাবার পরিবেশন এবং খাওয়া, বা হাত দিয়ে কাউকে কিছু না দিয়ে ডান হাত ব্যবহার করা, কাউকে গায়ে হাত দিয়ে না ডাকা, মেয়েদের গায়ে হাত দিয়ে কথা না বলা, কাশি এবং হাঁচি সরাসরি না দিয়ে দেবার সময় মুখে হাত দিয়ে বা রুমাল ব্যবহার করা, নাক সবার সামনে আঙুল দিয়ে পরিষ্কার না করে রুমাল বা বাইরে গিয়ে পরিষ্কার করা, জোরে ঢেঁকুর তোলার ব্যপারে সংযত হওয়া বা না তোলা, যেখানে সেখানে থুথু না ফেলা ওয়াসরুম ব্যবহার করা, মলমূত্র ত্যাগের জন্যে ওয়াসরুম ব্যবহার করা, যেখানে সেখানে ময়লা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলা প্রভৃতিও আমাদের সমাজে সুভাষণের আওতাভুক্ত। আবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইমোজি (emoji) ব্যবহারে শারীরিক বিভিন্ন অঙ্গের নাম বেগুন, কলা বা পিচ ফলের মাধ্যমে ইমোজি ব্যবহার করা হয়। আঙুলের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অর্থবোধক সুভাষণের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়, যথাঃ মধ্যমা প্রদর্শন স্ল্যাং অর্থে সেক্স বোঝায় আবার ছোট আঙুল দ্বারা ওয়াশরুম ব্যবহার করতে ইচ্ছুক প্রকাশ করা হয়। আব্দুল হাই তার সুভাষণ প্রবন্ধে ইংরেজদের নারীর প্রতি আচরণে বেশ কিছু অবাচনিক ভাষিক উপাদানের উদাহরণ দিয়েছেন, যেমনঃ ইংরেজ পুরুষ নারীদের দেখলে বসার স্থান ছেড়ে তাকে বসতে দেন, দরজা খুলে দেয়া বা আগে যাবার সুযোগ করে দেন।

৪.৬ প্রজ্ঞাপণমূলক (cognitive) ভাষাবিজ্ঞানে সুভাষণের ধারণা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের নিয়মকানুন মেনে অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রবণতা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। প্রজ্ঞাপনমূলক ভাষাবিজ্ঞান মানুষকে তার পারিপার্শ্বিক সামাজিক ভাষিক উপাদান গ্রহণ করে একে অন্যের সাথে সংজ্ঞাপনে সাহায্য করার পাশাপাশি মানব মনের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সুভাষণ কীভাবে কাজ করে তা নিয়ে আলোচনা করে। প্রতিদিন অবচেতন মনে মানুষ তার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে সুভাষণ ব্যবহার করে থাকে। সে সমাজের কাছে নম্র, ভদ্র, শোভন তথা গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রচেষ্টায় রত থাকে। সুভাষণ সভ্য সমাজের একটি শক্তিশালী ভাষাগত সরঞ্জাম যা অশোভন বা অপ্রীতিকর ভাষিক উপাদানের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত হয়। সমাজে যা দৃষ্টিকটু এবং অশালীন বলে বিবেচ্য সেই ভাষিক-অভাষিক উপাদানের পরিবর্তে সমাজে মানুষ সুভাষণ ব্যবহার করে থাকে (Toker, 2015)। উদাহরণস্বরূপ, অবাচনিক ভাষিক সুভাষণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বলা যায়, কোন নিয়ন্ত্রিত বা অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে জোরে হাঁচি দিলে, গায়ে ধাক্কা লাগলে অবচেতন মনেই সাথে সাথে মাফ করবেন, বা বীপঁংব সব, বলা হয়। আবদুল হাই তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন যে,

ইংরেজরা পরিচিত বা অপরিচিত যে কোন নারীর জন্যে তার প্রস্থানের পথে দরজা খুলে দেয়া বা বসবার স্থান খালি না থাকলে তাকে বসবার সুযোগ দেয়া বা উঠে দাঁড়ানো স্বাভাবিক ভদ্রতার মধ্যে গণ্য করে থাকেন। ভাষিক সুভাষণের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, যিনি বাসার কাজে সাহায্য করেন তাকে সম্বোধনে সাধারণত খালা, আপা জাতীয় শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় যা কাজের লোক, বান্দি, বুয়া, কাজের ছেড়ি, কামের বেটির সুভাষণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ অবচেতন বা সচেতন খারাপ, দৃষ্টিকটু, অবাঞ্ছিত, কঠোর, অশোভন, অশালীন শব্দ এবং অভিব্যক্তিগুলিকে গ্রহণযোগ্য শব্দ বা আচরণ দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে সুভাষণ ব্যবহৃত হয়। প্রজ্ঞাপনমূলক ভাষাবিজ্ঞানে মানুষের ভাষা ব্যবহারের পাশাপাশি ব্যক্তির মানসিক ক্রিয়াকে গুরুত্ব দেয়া হয়। ফলে সমাজে বসবাসরত মানুষ কেন একটি ধারণাকে উপস্থাপন করতে কোন শব্দ অশোভন বা ব্যবহারযোগ্য নয় এবং কোন শব্দ এর প্রতিস্থাপন হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে তার ধারণা দেয় (Oudah & Khabirova, 2020)। অর্থাৎ সমাজে মানুষ নিজেকে গ্রহণযোগ্য করতে খুব স্বাভাবিক ভাবেই নেতিবাচক শব্দের পরিবর্তে সুভাষণ ব্যবহার করে থাকে।

৪.৭ গণমাধ্যমের ভাষায় সুভাষণের প্রেক্ষাপট

গণমাধ্যমের (mass-media) ভাষায় সাধারণত সমাজে ব্যবহৃত বৈচির্ত্যপূর্ণ ভাষার চিত্র ফুটে ওঠে। কবিতা, গান, নাটক-সিনেমার স্ক্রিপ্ট প্রভৃতিতে ব্যবহৃত ভাষিক উপাদানের ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যবহৃত শব্দের পাশাপাশি আলঙ্কারিক শব্দের, অভিব্যক্তির ভাষিক এবং অভাষিক উপাদান দেখতে পাওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে প্রতিটি সমাজের সরকারী নীতিমালার নিয়মকানুন বা বিধিনিষেধ (censur) দ্বারা গণমাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে থাকে। ব্যক্তি নেতিবাচক শব্দ বা ধারণাকে সুভাষণের আবরণে উপস্থাপন করে যাতে অন্যের কাছে কম দৃষ্টিকটু হয়। সাধারণত গণমাধ্যমে সুভাষণকে হাস্যরসাত্মক (comedy) ধারণার মাধ্যমে প্রকাশ করতে দেখা যায় (Allan & Burridge, 2006)। বিনোদনের অংশ হিসেবে গণমাধ্যমের বিভিন্ন মাধ্যম, যথা: সিনেমা, নাটক, থিয়েটার, সঙ্গীত, নাচ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, কার্টুন, সংবাদপত্রের খবর বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমের সংবাদ, সাক্ষাৎকার প্রভৃতি সমাজের অলিখিত ভাষিক রীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অন্যথায় তা সমাজের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না (Roșcan, 2017)। তবুও চরিত্র বা গল্পের প্রয়োজনে অশোভন বা দৃষ্টিকটু ভাষিক উপস্থাপনার প্রকাশ দেখা যায়। বাংলা ভাষায় প্রচুর কবিতা এবং নাটক, সিনেমার ভাষায় শব্দের সামাজিক ভাবে চিহ্নিত অশোভন অভিব্যক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন: কবি হিলাল হাফিজের কবিতায় 'ভাত দে হারামজাদা' বাক্যের উপস্থাপনায় গালি নয় বরং ক্রোধ উপস্থাপিত হয়েছে; আবার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচনাতেও চরিত্রের সংলাপের প্রয়োজনে গালি বা অপভাষা ব্যবহার করতে

দেখা গেছে, যথা: শালা, ডাইনি, মাগি, আঁটকুড়ে, পোড়ারমুখী, মিনসে, স্বামীখাকি, ভাতারখাকি, ভাতার, ছেনাল প্রভৃতি। তবে তাদের এ জাতীয় শব্দপ্রয়োগ বেশির ভাগ সময় নারী চরিত্রের সংলাপে দেখা গেছে। বাংলাদেশে গণমাধ্যমে ব্যবহৃত সাধারণ কিছু ভাষিক অভিব্যক্তির সুভাষণের উদাহরণ দেয়া হলো-

ক) অশ্লীল বা দৃষ্টিকটু ধারণার শব্দের ব্যবহারে শব্দটি প্রকাশের সময় ব্লিপ (bleep) আওয়াজ দেয়া হয়।

খ) আপত্তিকর দৃশ্য দেখানর সময় ঝাপসা (blur) করে দেয়া হয়।

গ) বাংলা সিনেমাতে পাত্র-পাত্রির আবেগঘন চুম্বন দৃশ্যে দুটি ফুল স্পর্শ করা।

ঘ) স্যানিটারি ন্যপাকিন বা প্যাডের বিজ্ঞাপনে শারীরিক মেনেস্ট্রেসন বিষয়টি বা পণ্যের নাম উল্লেখ বা ব্যবহার না করা।

ঙ) জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনে রূপকের ব্যবহার করা।

চ) ধর্ষণ বা এসিড সন্ত্রাসে আক্রান্তের ছবি বা সাক্ষাৎকার সরাসরি না দিয়ে ধর্ষণকারীর বা অপরাধীর ছবি দৃশ্যমান করা।

ছ) বিনা অনুমতিতে কোনো ব্যক্তির বক্তব্য অডিও বা ভিডিও করে সংবাদপত্র বা টেলিভিশনে উপস্থাপন করা।

৫. উপসংহার

সামাজিক সংজ্ঞাপনে বক্তা বা লেখক তার অভিব্যক্তি পাঠক বা শ্রোতার কাছে অশোভন, অশ্লীল, খারাপ এবং আপত্তিকর শব্দের পরিবর্তে সুভাষণ হিসেবে শোভন, শালীন এবং গ্রহণযোগ্য শব্দের ব্যবহার করে থাকে। প্রতিস্থাপিত শব্দ শুনতে ভিন্ন হলেও একই অর্থ ধারণ করে তবে তা দৃষ্টিকটু হয় না। পাশাপাশি সময়ের ব্যবধানে সুভাষণে পরিবর্তন সাধিত হয় (Pinker, 1997)। পৃথিবীর সব জাতি এবং সমাজের মানুষ কিছু বিশেষ বাচনিক এবং অবাচনিক ভাষিক ধারণা ও ক্রিয়াকে সুভাষণের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন। অর্থাৎ কিছু সুভাষণের ধারণা, অভিব্যক্তি এবং বিষয় সর্বজনীন। মুহাম্মদ আবদুল হাইয়ের মতে, বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সুভাষণের দৃষ্টান্ত থেকে এ অঞ্চলের মানুষের ভাষা ব্যবহার সম্পর্কেও একটি সার্বিক ধারণা লাভ করা যায়। তিনি উল্লেখ করেন যে, 'ভাষার সাহায্যে মানব মনের পরিচয় পেতে হলে রীতি মতো গবেষণা করা দরকার'। তাহলে আরো বৈচিত্রময় ভাষিক-অভাষিক উপাদানের পরিচয় পাওয়া যাবে।

তথ্যনির্দেশ

ইসলাম, নন্দিতা নাদিয়া (২০২০) শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত অবাচনিক ভাষিক উপাদান বিশ্লেষণ। কলা অনুষদ পত্রিকা। খণ্ড **১১**, সংখ্যা **১৬**।

ইসলাম, নন্দিতা নাদিয়া (২০২১) সমাজভাষিক সংজ্ঞাপনে সন্তোষ–শর্ত পূরণের ভূমিকা বিশ্লেষণ: প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা। খণ্ড **১৩**, সংখ্যা ২৫, ২৬।

রাকিব, কে এম (২০১৭)। সুভাষণের অন্দর বাহির। ই-পত্রিকা https://www.protidinersangbad.com/todays-newspaper/editor-choice/51288

হাই, আবদুল মুহাম্মদ (১৯৫৯)। তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা। সম্প, আজাদ, হুমায়ুন (১৯৯৪)। মুহাম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

Allan, Keith & Burridge, Kate (2006) *Forbidden Words: Taboo and the Censoring of Language.* Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 978-0-521-52564-0

Austin L. John (1962). *How to do things with words*. University of Harvard.

Azadkhanovna M. Abduvakhabova & Nazirjon, G. Anarbekova (2022). The Concept of Euphemism, its Classification and Types. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*. ISSN: 2770-0003https://zienjour nals.com. ISSN NO: 2770-0003

Brown, Penelope & Levinson, C. Stephen (1987). *Politeness: Some universals in language usage*. Cambridge University Press.

Burridge, Kate (2012) Euphemism as a Word-Formation Process, *Euphemism and Language Change: The Sixth and Seventh Ages. Lexix, Journal in English Lexicology* (file:///D:/Papers/associate%20professor/ Euphemisim/euphemism %20notes/lexis-355.pdf)

Chi, Ren & Hao, Yu (2013). Euphemism from Sociolinguistics Perspective. Vol 4, No 4. http://www.cscanada.net/index.php/sss/article/view/j.sss.1923018420130404.C613

Knapp, Mark L. & Hall, A. Judith (2010). *Nonverbal communication in Human Interaction*. Boston: Wadsworth.

Lakoff, George & Johnson, Mark (1980). *Metaphors We Live By*. University of Chicago Press

Leech, Geofry (2014). *The pragmatics of politeness*. By Geoffrey Leech. New York: Oxford University Press. ISBN 9780195341355.

Liddell, George Henry; Scott, Robert; Jones, Stuart Henry & McKenzie, Roderick (1883). *A Greek-English Lexicon.* Oxford university press. UK

Murphy, M. Lynne & Koskela, Anu (2010). *Key Terms in Semantics*. Bloomsbury Publishing, US

McArthur, T. (1992). *The Oxford Companion to the English Language*. Oxford University Press, UK.

McEnery, T. (2006). *Swearing in English: Bad Language, Purity and Power from 1586 to the* Present. Routledge: London

Pinker, Steven (1997). *How the Mind Works*. New York: W. W. Norton

Oudah, Kadhim Bahaa & Khabirova, I. E. (2020) Euphemism & congnitive Linguistics. South Ural State university, Russia https://www.academia.edu/33566461/EUPHEMISMS_COGNITIVE_LINGUISTICS

Rawson, Hugh. (1981). *A Dictionary of Euphemisms & Other Doubletalk*. Crown Publishers, New York.

Roșcan, Alina (2017) *Hinding behind nice words: The use of euphemisms in mass-media discourse* Arhipelagă XXI‖ă Press, TîrguăMureş, ăRomcnia. ISBN: 978-606-8624-12-19

Ryabova, Marina. (2013). Euphemisms and Media Framing. European Scientific Journal, Vol 9 No32 (https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/2011) DOI:https://doi.org/10.19044/esj.2013.v9n32 p%25p

Schmidt, Jing Zhuo (2021) Euphemism. ed. by Jan-Ola Östman & Jef Verschueren; *Online Handbook of Pragmatics* (https://benjamins.com/online/hop)

Taylor, Henderson Sharon (1974). Terms for Low Intelligence. *American Speech*. Vol. 49, No. 3/4 (Autumn - Winter, 1974), pp. 197-207 (11 pages). Duke university press

Toker, Alexander (2015). *Metonymic Euphemisms from a Cognitive Linguistic Point of View*. Düsseldorf university press, Germany.

Wardhaugh, Ronald (2006). *An Introduction to Sociolinguistics. Blackwell Textbooks in Linguistics*. Blackwell Publishing, 5th ed.

Yule, George. (1996). *Pragmatics*. Oxford: Oxford University Press, UK.